ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৩৯
আগরতলা,৮ মে,২০২৬

## নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
## দক্ষতা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে

স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে চাকরি প্রদান করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা অনুসারেই চাকরি পাচ্ছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে ২০ হাজার ৯৬০ জনকে সরকারি চাকরি দিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং ও কন্ট্রাকচুয়ালের মাধ্যমে ২৪ হাজার ৭৮ জনকে চাকরি দেওয়া করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজ্য সরকার চাকরি দিচ্ছে বলেই এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতার পাশাপাশি উন্নয়নের যোগসূত্র তৈরি করে সরকার এগিয়ে যেতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তুলতে কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতার উপর জোর দিয়েছেন বলেই দেশ আজ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে দেশে এমপ্লয়বিলিটির হার যেখানে ৩৩.৯৫ শতাংশ ছিল তা আজ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪.৮১ শতাংশ হয়েছে। রাজ্য সরকারও উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দক্ষতার উপর জোর দিয়েছে। সরকারের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজ এডিসি এলাকা সহ সমস্ত রাজ্য জুড়েই রূপায়ণ করা হচ্ছে। তার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের জাতি, জনজাতি অংশের প্রতিটি মানুষ।

২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী চাকরি প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন দক্ষতা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। শুধু নিজের নয় মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা নিয়ে চলতে হবে। আগে রাজ্যে স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন দপ্তরে টেকনিক্যাল বিভাগে কর্মচারির ঘাটতি ছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার সেই অভাব পূরণে উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধিতে ইতিমধ্যেই ত্রিপুরায় বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েতস্তরে ই-অফিস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে বলেই সংস্কারমূলক কাজের অগ্রগতিতে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, রাজস্ব দপ্তর ও নির্বাচন দপ্তরে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। এরমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিস্ট পদে ২৭ জনকে, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে ৩৯ জনকে, অপটোমেট্রিস্ট পদে ১৯ জনকে এবং রাজস্ব দপ্তরে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে ১৪ জনকে ও নির্বাচন দপ্তরে ইলেকশন ইন্সপেক্টর পদে ১৬ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরি প্রাপকদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন নির্বাচন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ঊষাজেন মগ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে।

*****